যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য পরিবারের ছবি এবং আবেদনের নিয়ম

এলিজাবেথ পি. গোরলে
চীফ, কনস্যুলার সেকশন
যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস, ঢাকা

যে সকল ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদন করতে চান তাদেরকে পরিবারের সদস্যদের ছবি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে হতে পারে। এটা বিশেষ করে অভিবাসন ভিসা (ডাইভারসিটি ভিসাও (ডিভি) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) এবং অন্য এমন সব ভিসার বিষয়ে প্রযোজ্য যেখানে পরিবারের সদস্যরাও ভিসার জন্য একত্রে আবেদন করে থাকে। নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে নিয়মিতভাবে তোলা পারিবারিক ছবি যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা আবেদনকারীদের সাহায্য করতে পারে।

প্রশ্ন: *আবেদনকারীর কাছে যখন সরকারী বার্থ সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলপত্র রয়েছে তখন যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস কেন পারিবারিক ছবি বা পরিবারের সকলের একত্রে তোলা ছবি দেখতে চায়?*

উত্তর: সকলে মিলে সুন্দর করে তোলা পারিবারিক ছবি সন্দেহাতীতভাবে পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধনের প্রমাণ দেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, কাবিননামা ছাড়াও কোন বিবাহিত সম্পর্কের অতিরিক্ত প্রমাণ হতে পারে বিয়ের ছবি। যেমন, পরিবারের সদস্যদের সাথে বর ও কনের ছবি, নিকাহ্‌নামা ও কাবিননামা-য় স্বাক্ষরের ছবি, এবং বিয়ের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের ছবি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভুয়া কাগজপত্র এতো বেশি হারে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে যে আমরা শুধুমাত্র সরকারী সিলমোহরযুক্ত দলিপত্রের ওপর নির্ভর করতে পারি না। উপরন্তু, সরকারী দলিলপত্রে বয়স সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে তা সব সময় সঠিক হয় না। অন্যান্য ক্ষেত্রে, পরিবারের সদস্যদের একত্রে তোলা ছবি পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়ে যে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে সরকারী দলিলে তার কোন অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে তোলা ছবিগুলো সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কনস্যুলার অফিসারকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

প্রশ্ন: *আমার ভাই এ বছর ডিভি লটারি জিতেছে এবং যে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর আমাদের পরিবারের সবার অভিবাসনের জন্য আবেদন করার পরিকল্পনা করেছে। এখনই কি ছবি তোলা শুরু করাটা বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে?*

উত্তর: অবশ্যই না। আমরা আবেদনকারীদের বহু দুরের বিষয় চিন্তা করতে উৎসাহিত করে থাকি। পরিবারের সদস্যদের তোলা ছবিগুলো যতো বেশি সময় বা বছর ধরে হবে, আবেদনকারীদের জন্য তা ততো বেশি উপকারী হবে। আপনার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, আপনার ভাইকে আপনাদের অভিবাসনের জন্য আবেদন করার আগে ততোক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে যতোক্ষণ না সে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করে। এরপর আপনার/আপনার পরিবারের ভিসা নম্বর প্রসেসিং-এর জন্য প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। মোট কথা, এই সকল প্রক্রিয়া শেষ হয়ে দুতাবাসে আপনার ভিসার সাক্ষাৎকারের পালা আসতে দশ বছর বা তার বেশি সময় লেগে যেতে পারে। আপনি যখন ভিসা সাক্ষাৎকারের জন্য আসবেন তখন প্রতি বছর বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে পরিবারের সদস্যদের (স্ত্রী, সন্তান, এবং আপনি) সাথে তোলা ছবি আপনার কাজে লাগবে এবং এগুলো আপনার অভিবাসন ভিসার আবেদনকে আরো জোরালো করবে। এছাড়াও, আপনার ভাই যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে এবং পরবর্তীতে সে যখনই দেশে আসুক না কেন তার সাথে ছবি তোলার বিষয়টিও আপনি অবশ্যই নিশ্চিত করবেন।

প্রশ্ন: *প্রথমবার সাক্ষাৎকারের সময় আমাকে আমার পরিবারের সব সদস্যদের একত্রে তোলা একটি ছবি দেখাতে বলা হয়েছিল। আমাদের এরকম কোন ছবি নেই। তাই আমার পরিবারের সদস্যদের যে আলাদা আলাদা ছবি রয়েছে সেগুলো থেকে বেছে নিয়ে একটি ছবি বানিয়ে দেয়ার জন্য আমি একটি কম্পিউটারের দোকানে একজনকে অর্থ দিয়েছিলাম। ভিসা সাক্ষাৎকারের সময় যখন আমি সেই ছবিটা দেখাই, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী অফিসার বলেন যে ছবিটা সত্যিকারের নয়, তিনি ছবিটা রেখে দেন এবং আমাদের ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানান। উনি এরকম করলেন কেন?*

উত্তর: আমরা দুঃখিত যে আপনি কনস্যুলার অফিসারের অনুরোধ ঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। একটি ছবি করতে যদি কেউ কম্পিউটারের (অথবা কাঁচি দিয়ে কেটে আঠা দিয়ে জোড়া দেওয়া) সাহায্য নেয় তাহলে তা পরিবারের সবাই মিলে একত্রে তোলা ছবি হলো না। এ ধরনের কাজকে এক প্রকার জোচ্চুরিই বলা হয়ে থাকে। ভুয়া বা নকল ছবি ও দলিলপত্র রেখে দেয়া আমাদের নীতিমালার মধ্যে পড়ে। আপনার কাছে যদি সত্যিকারের কোন পারিবারিক ছবি না থাকে তাহলে কনস্যুলার অফিসার আপনাকে পরামর্শ দেবেন অন্য কোন্ কোন্ উপায়ে আপনি আপনার পারিবারিক সম্পর্কগুলো প্রমাণ করতে পারেন।

প্রশ্ন: *আমার মা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ একজন মহিলা এবং তিনি ছবি তোলায় বিশ্বাস করেন না। তা ছাড়া, আমরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং কোন ক্যামেরা কেনার বা ছবি তোলার মতো আর্থিক সামর্থ্য আমাদের নেই। তাহলে আমরা কিভাবে পরিবারের সকলের ছবি দেখাবো?*

উত্তর: দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে ভিসার আবেদন করা এবং পাসপোর্ট পাবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই ছবি তোলার প্রয়োজন পড়ে। এর কোন ব্যত্যয় ঘটে না। আপনার মা যদি যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চান তাহলে পাসপোর্ট ও ভিসার জন্য তাকে অবশ্যই ছবি তুলতে হবে। পাসপোর্ট আর ভিসার জন্য ছাড়া তাকে আর কোন ছবি তুলতে হবে না। ছবি তুলতে আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্নে আমরা বলতে পারি -- আপনি যদি কয়েকটি ছবি তোলার মতো সাধারণ ব্যয়ই করতে না পারেন তাহলে আমেরিকা যাবার সঙ্গে অন্যান্য যে সব ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে সেগুলো সংগ্রহ করতেও আপনাকে সম্ভবত অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হবে। যাই হোক, আমেরিকাতে বসবাসরত আপনার আত্মীয় বছরে একবার করে আপনাদেরকে একটি সস্তা একবারের ব্যবহার করার মতো ক্যামেরা পাঠাতে পারেন যেটা দিয়ে আপনি পরিবারের সকলের ছবি তুলতে পারেন এবং সেগুলো কম খরচে প্রসেস করাতে পারেন।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে পরিবারের ছবি অত্যাবশ্যক নয়, তবে ভিসা সাক্ষাৎকারের সময় এগুলো আপনার ভিসা পেতে সহায়ক হবে। অন্যান্য উপায়েও পারিবারিক সম্পর্ক প্রমাণ করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আবেদনকারীদেরকে 'ডিএনএ' পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করি। মা-বাবা এবং একটি শিশুর 'ডিএনএ' পরীক্ষা করতে সাধারণত আনুমানিক সাড়ে ৬শ' ডলার ব্যয় হয়ে থাকে। পারিবারিক সম্পর্ক প্রমাণের জন্য 'ডিএনএ' পরীক্ষার তুলনায় ছবি তোলা অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ এবং সহজ ও সুবিধাজনক।

==========

*যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা সম্পর্কিত নিবন্ধ **"আস্ক দি কনসাল"** ধারাবাহিক-এর এটি তৃতীয় পর্ব। **"আস্ক দি কনসাল"**-এর পরবর্তী নিবন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আলোচনা করা হবে।*

জিআর/ ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website: dhaka.usembassy.gov* ***এ যোগাযোগ করুন।***